প্রসবজনিত ফিস্টুলা

একটি করুণ মাতৃত্বজনিত অসুস্থতা

আসুন !

সবাই মিলে এর প্রতিরোধ করি

পিক্টোরিয়াল বুক

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

FistulaCare

EngenderHealth
for a better life

প্রকাশকালঃ অক্টোবর ২০১২

কাহিনী ও পরিকল্পনাঃ

ডাঃ কাজী আসাদুর রহমান, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার/প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ফিস্টুলা কেয়ার প্রজেক্ট, এনজেন্ডারহেল্‌থ, বাংলাদেশ।

সহযোগিতায়ঃ ডাঃ তামান্না সুলতানা, প্রোগ্রাম অফিসার, ফিস্টুলা কেয়ার প্রজেক্ট, এনজেন্ডারহেল্‌থ, বাংলাদেশ।

কারিগরী সহায়তাঃ

গ্লোবাল ফিস্টুলা কেয়ার টিম

মিজ. এলেন ব্রেজিয়ার

মিজ. কেরী নংগো এবং

ডাঃ জোসেফ রোমেনজো

এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ টিম

ডাঃ আবু জামিল ফয়সাল, প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, মায়ের হাসি এবং দেশীয় প্রতিনিধি, এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ

মিজ. এলেন থেমেন, ডেপুটি প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, মায়ের হাসি এবং টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর, এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ

ডাঃ মিজানুর রহমান, সিনিয়র টেকনিক্যাল এডভাইজর, মায়ের হাসি, এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ

কভার ডিজাইন এবং ইলাস্ট্রেশন ঃ

সালেহ আহমেদ শরীফ, এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ

*This picture book was made possible by the generous support of the American people through the U.S. Agency for International Development (USAID), under the terms of the cooperative agreement GHS-A-00-07-00021-00. The information provided is not official U.S. Government information and does not represent the views or positions of the USAID or the U.S. Government.

মুখবন্ধ

এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশের ফিস্টুলা কেয়ার প্রজেক্ট প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধের জন্য একটি "পিক্টোরিয়াল বুক" তৈরী করেছে জেনে আমি খুব আনন্দিত। এই "পিক্টোরিয়াল বুক"টি সেবাপ্রদানকারী এবং কমিউনিটি সভা পরিচালনাকারীদের আলোচনা/পরামর্শ প্রদানকালে প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। একই সাথে ফিস্টুলা কেয়ার প্রজেক্টের সহায়তায় পরিচালিত হাসপাতালগুলোতে প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরী করবে।

আমি বাংলাদেশ ফিস্টুলা কেয়ার প্রজেক্টের সদস্যবৃন্দ, গ্লোবাল ফিস্টুলা কেয়ার টিমের সদস্যবৃন্দ এবং এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ অফিসের সদস্যবৃন্দ যারা প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধ বিষয়ক "পিক্টোরিয়াল বুক"টি তৈরীতে তাদের মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন এবং যারা এই প্রকাশনাটি প্রকাশ করা পর্যন্ত নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

ডাঃ আবু জামিল ফয়সাল
প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, মায়ের হাসি এবং
দেশীয় প্রতিনিধি, এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ

ব্যবহারের নিয়মাবলী

স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রসবজনিত ফিস্টুলা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং এই জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাদের এলাকায় প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধ এবং মাতৃ-স্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজে লাগানোর জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সহায়তার উদ্দেশ্যে এই পিক্টোরিয়াল বইটি তৈরী করা হয়েছে।

এই বইটি ৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত -

- ১৪ বছর বয়সী ফাতেমার জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে । এই কাহিনী ফাতেমার জীবনের করুন পরিনতির কারণ সমূহ আলোচনার জন্য তৈরী করা হয়েছে।
- বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে প্রসবজনিত ফিস্টুলা কি এবং কিভাবে হয়?
- কিভাবে প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধ করা যায় তা উল্লেখ করা হয়েছে বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে । একজন মহিলার গর্ভকালীন সময় নিরাপদ করতে ঐ মহিলা, তার পরিবার এবং সমাজের যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয় তাও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধযোগ্য। আশা করা যায় যে এই বইটি ব্যবহারকারীদের তাদের এলাকায় প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধে সাহায্য করবে।

প্রসবজনিত ফিস্টুলার চিকিৎসা 'বিনামূল্যে' নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রদান করা হয় –

- আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, বড় মগবাজার, ঢাকা
- কুমুদিনী হাসপাতাল, মির্জাপুর, টাংগাইল
- দশটি সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসাপাতাল
- আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, রেল রোড, যশোর
- ল্যাম্ব হাসপাতাল, পার্বতীপুর, দিনাজপুর

“ফাতেমা” ও তার জীবনের করুণ পরিণতি

১৪ বছর বয়সের গ্রামের একটি মেয়ে

“ফাতেমা”

“ফাতেমা” ও তার জীবনের করুণ পরিণতি

১৫ বছর বয়সে “ফাতেমার” বিয়ে হলো

“ফাতেমা” ও তার জীবনের করুণ পরিণতি

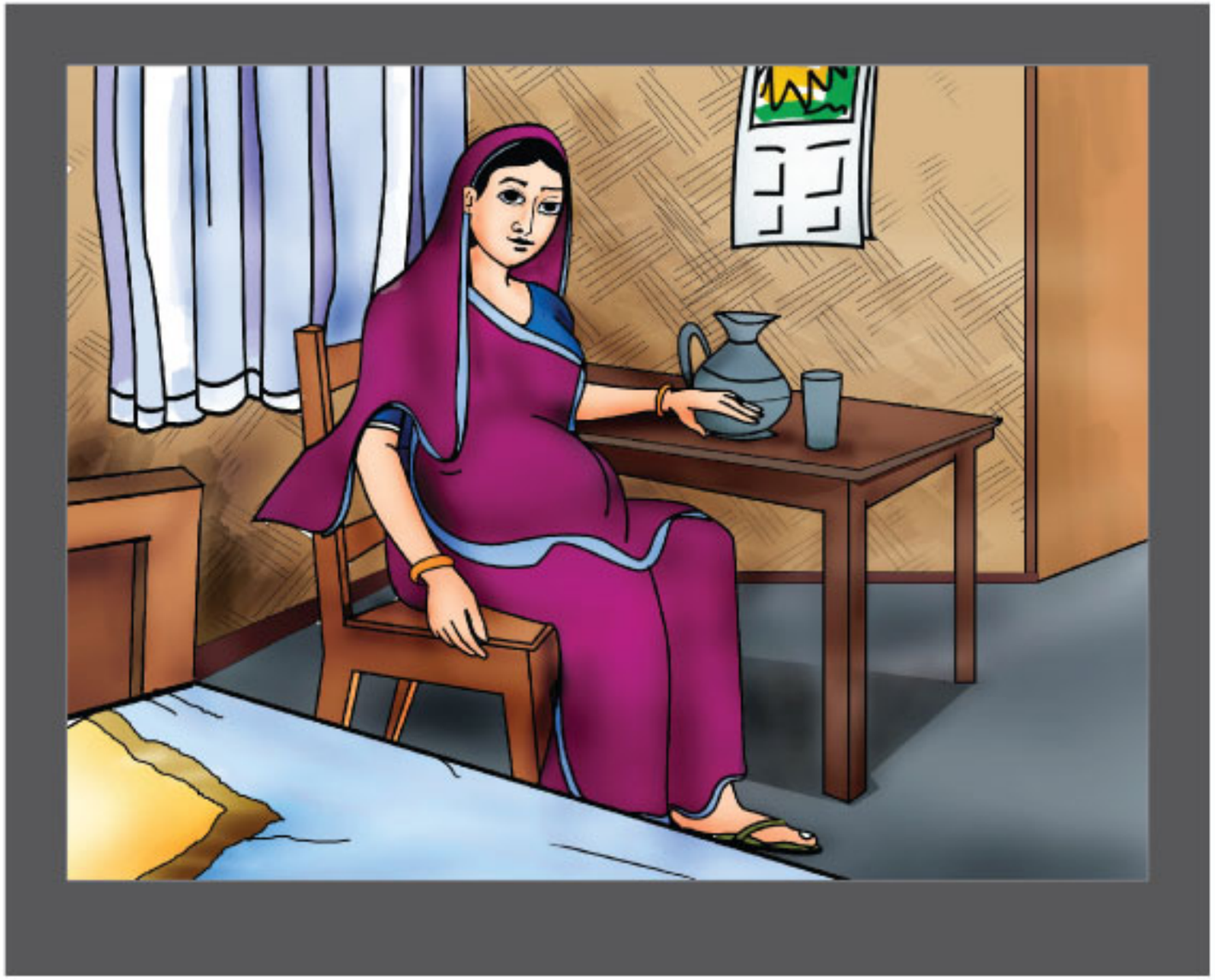

বিয়ের পরপরই গর্ভবতী হলো “ফাতেমা”, গর্ভকালীন পরিচর্যার কথা জানা ছিল না তার

“ফাতেমা” ও তার জীবনের করুণ পরিণতি

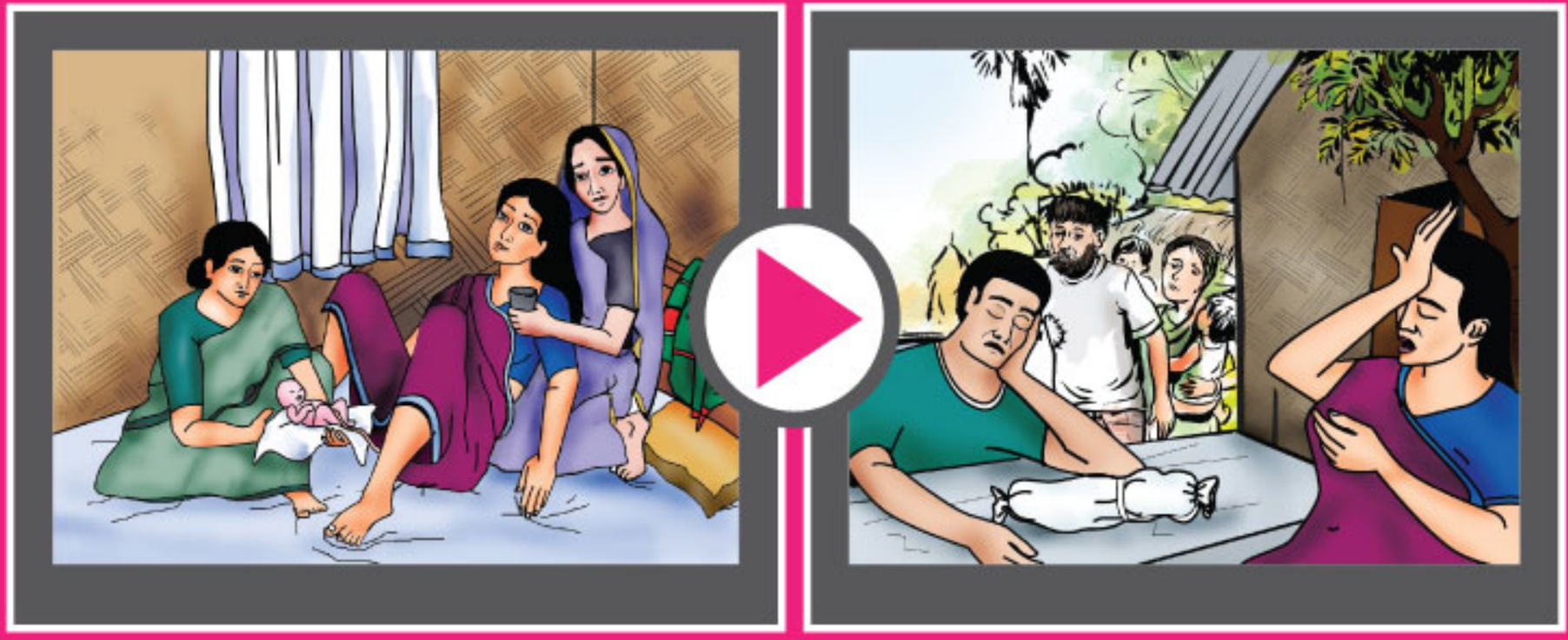

যখন ফাতেমার প্রসব ব্যথা শুরু হলো, তার শাশুড়ী একজন দাইকে সাহায্যের জন্য ডাকলেন। সেই দাইয়ের নিরাপদ প্রসবের উপর প্রাতিষ্ঠানিক কোন প্রশিক্ষণ ছিল না। ক্রমাগত দু’দিন প্রসব ব্যথা থাকার পর বাড়ীতেই একটি মরা বাচ্চা প্রসব করলো ফাতেমা।

“ফাতেমা” ও তার জীবনের করুণ পরিণতি

“ফাতেমা” ও তার জীবনের করুণ পরিণতি

প্রশ্নঃ ফাতেমার জীবনে পরবর্তীতে কি হতে পারে?

প্রসবের সাত দিন পর থেকে ফাতেমার মাসিকের রাস্তা দিয়ে অনবরত প্রস্রাব ঝরা শুরু হলো।

প্রশ্নঃ ফাতেমার কেমন লাগতে পারে যখন সে বুঝতে পারলো তার অনবরত প্রস্রাব ঝরছে?

- তার গরীব স্বামী চিকিৎসার কোন চেষ্টা না করেই ফাতেমাকে তালাক দিলো।
- ফাতেমা তার মা-বাবার বাড়ীতে চলে এলো, যেখানে সে করুণ এবং একাকী জীবন কাটাচ্ছে।
- চাকুরী পাওয়ার মত কোন শিক্ষা ও দক্ষতা ছিল না তার। তার শরীরে প্রস্রাবের গন্ধের কারণে সে লজ্জিত এবং অসহায় বোধ করতো। সে কারো সাথে দেখা করতো না এবং কখনো বাড়ী থেকে বের হতো না।

প্রশ্নঃ এই অবস্থা কেন হয়েছে - আপনি কি মনে করেন?

প্রশ্নঃ ফাতেমা, তার স্বামী এবং পরিবার ভিন্নতর কি করতে পারতো ?

প্রসবজনিত ফিস্টুলা কি?

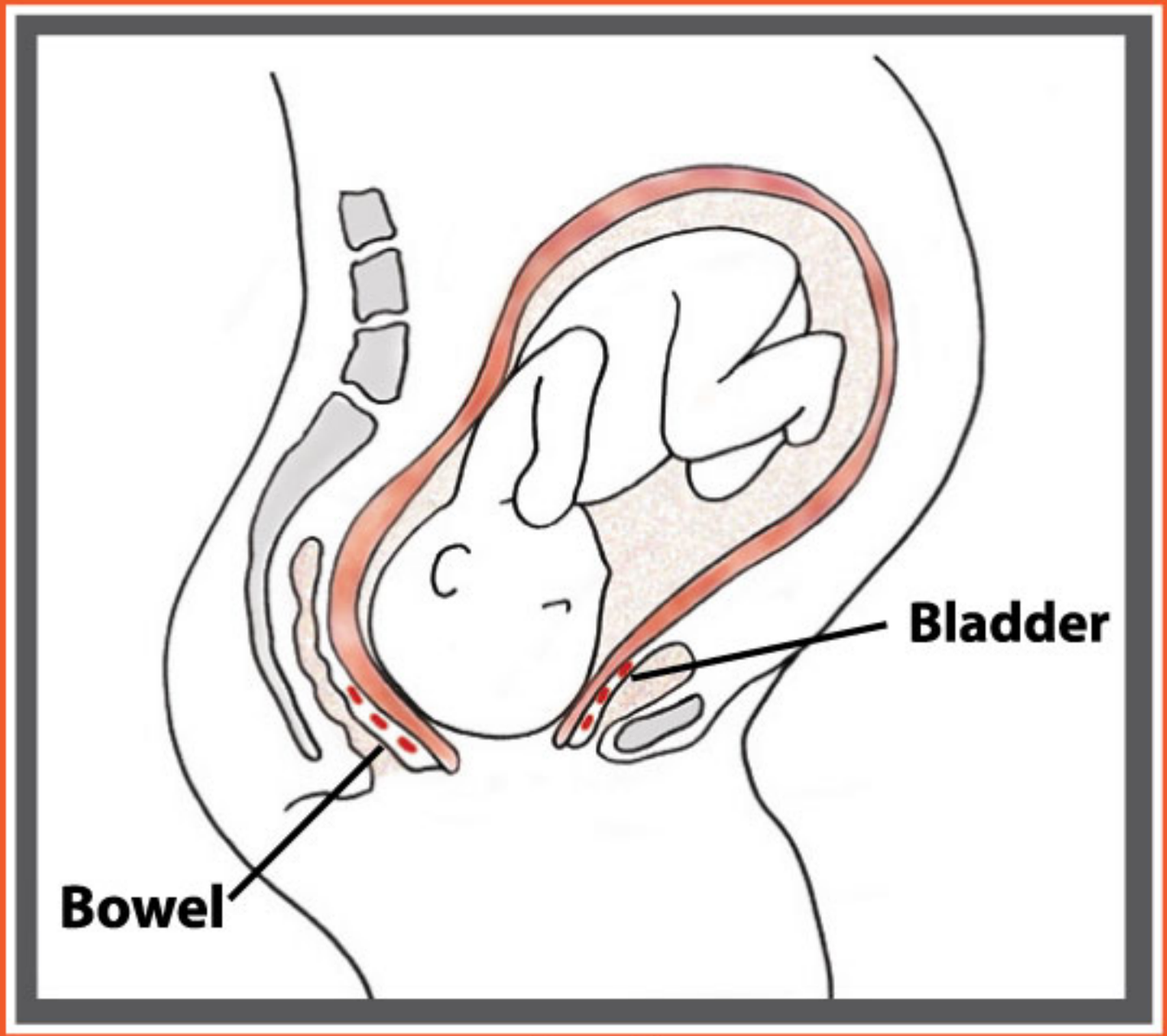

ফিস্টুলা হলো মাসিকের রাস্তায় একটি ছিদ্র বা অস্বাভাবিক যোগাযোগ, যার ফলে মাসিকের রাস্তা দিয়ে অনবরত প্রস্রাব বা পায়খানা বা উভয়ই ঝরে।

কিন্তু জোড়ে হাঁচি/কাশি/হাসির সময় প্রস্রাব বের হওয়া ফিস্টুলা নয়।

প্রসবজনিত ফিস্টুলা কিভাবে হয়?

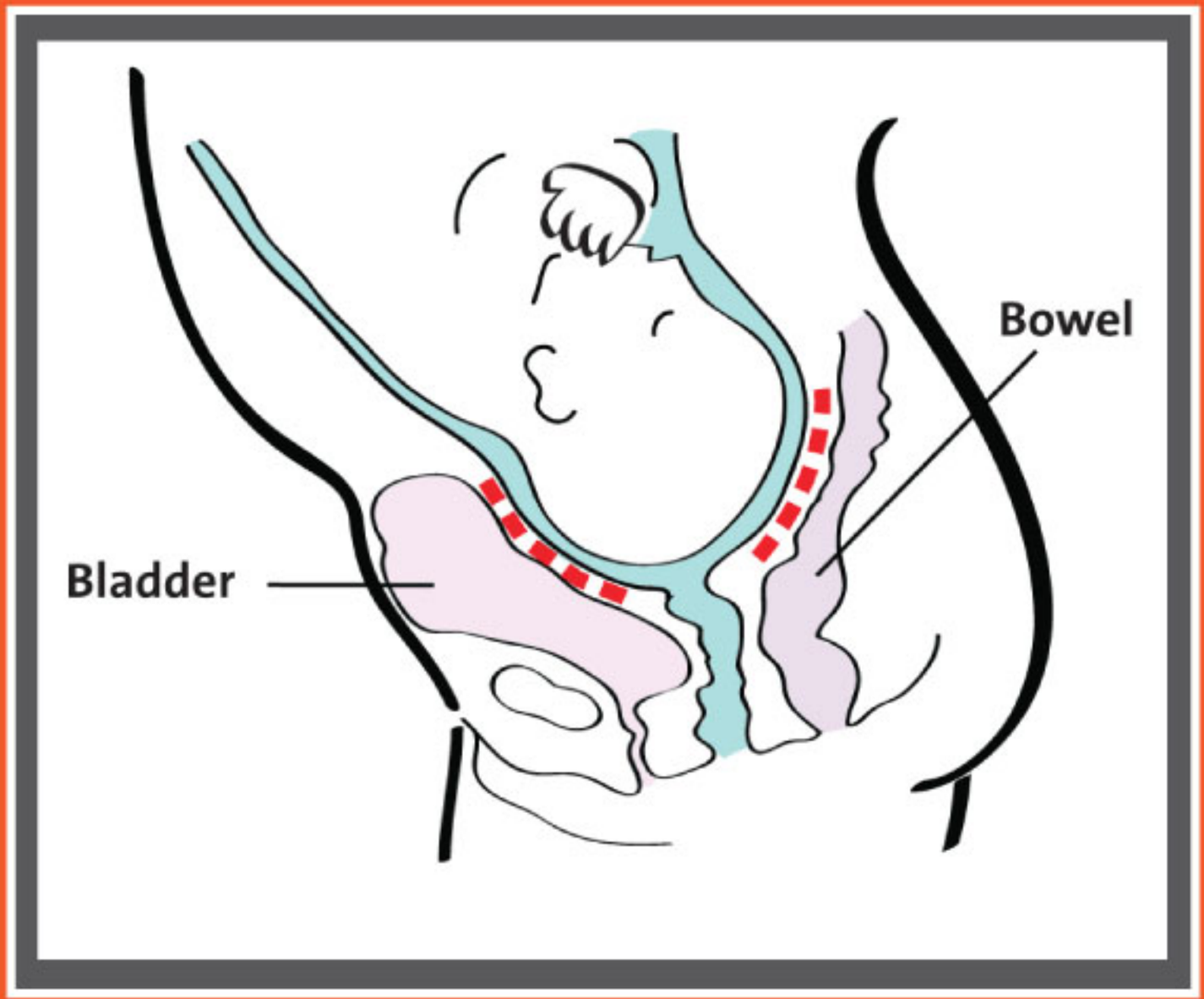

প্রসবজনিত ফিস্টুলা কিভাবে হয়?

- যখন প্রসব দীর্ঘস্থায়ী হয় (১২ ঘন্টার বেশী); মহিলাদের প্রসবজনিত ফিস্টুলা হওয়ার ঝুঁকি/সম্ভাবনা বেশী থাকে।

- প্রসবের সময় বাচ্চার মাথা মায়ের প্রসব রাস্তার নরম অঙ্গ সমূহকে চাপ দিয়ে রাখে, বাচ্চার মাথার এই চাপের ফলে মায়ের অঙ্গসমূহের রক্ত সঞ্চালন বাঁধাগ্রস্থ বা বন্ধ হয়ে যায়।

- যদি প্রসব দীর্ঘস্থায়ী হয় (১২ ঘন্টার বেশী), তাহলে মায়ের সেই চাপে পড়া অঙ্গে পচন ধরে এবং খসে পড়ে, এর ফলে মাসিকের রাস্তা এবং মূত্রথলি অথবা পায়খানার রাস্তা অথবা উভয়ের মধ্যে একটি ছিদ্র তৈরী হয়, এবং অনবরত প্রস্রাব অথবা পায়খানা বা উভয়ই ঝরতে থাকে।এই অবস্থাটিকেই প্রসবজনিত ফিস্টুলা বলা হয় ।

প্রসবজনিত ফিস্টুলা কেন হয়?

“ প্রসব ব্যথা ১২ ঘন্টার বেশী স্থায়ী হলে, একজন মহিলা প্রসবজনিত ফিস্টুলা হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। যদি কোন মহিলার ১২ ঘন্টা পরও বাচ্চা প্রসব না হয় তাহলে তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিতে হবে।”

কিশোরী বয়সে গর্ভধারণ, বিলম্বিত প্রসব এবং প্রসবজনিত ফিস্টুলা হওয়ার ঝুঁকি/সম্ভাবনা বাড়ায়

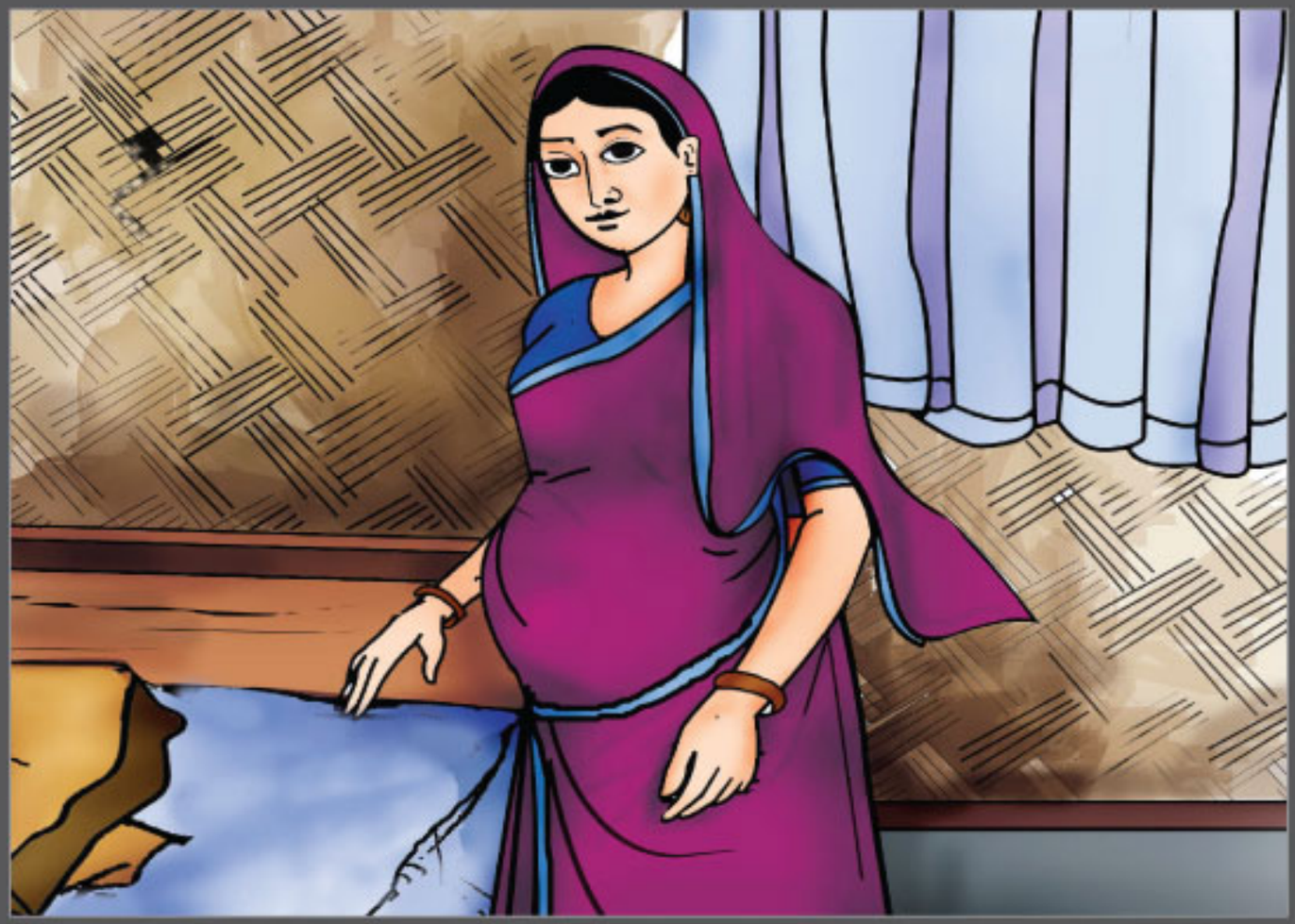

কিশোরী বয়সে গর্ভধারণ, বিলম্বিত প্রসব এবং প্রসবজনিত ফিস্টুলা হওয়ার ঝুঁকি/সম্ভাবনা বাড়ায়

প্রশ্নঃ কেন অনেক মেয়েদের কিশোরী বয়সে বিয়ে হয়?

প্রশ্নঃ মেয়েরা কেন বিয়ের পর পরই গর্ভধারণ করে?

প্রশ্নঃ প্রসবজনিত ফিস্টুলা কেন কিশোরী বয়সে হয়?

উত্তরঃ

- আমাদের দেশে বেশীর ভাগ মেয়েদের কিশোরী অবস্থায় (১৮ বছরের পূর্বে) বিয়ে হয়।
- অনেক মেয়েরাই বিয়ের পর পরই গর্ভধারন করে - নিরাপদ গর্ভধারন ও প্রসবের জন্য শরীর পরিপক্ক হওয়ার আগেই।
- যেসব মহিলা ১৮ বছরের পূর্বে গর্ভধারণ করে তাদের বিলম্বিত প্রসব এবং প্রসবজনিত ফিস্টুলা হওয়ার ঝুঁকি/সম্ভাবনা বেশী থাকে।

প্রসবজনিত ফিস্টুলা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?

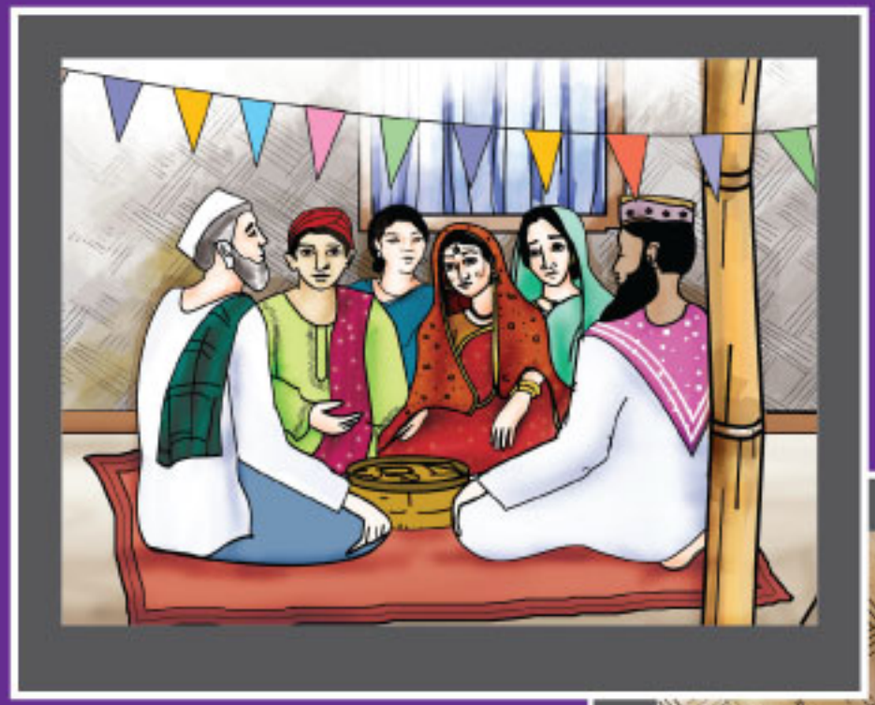

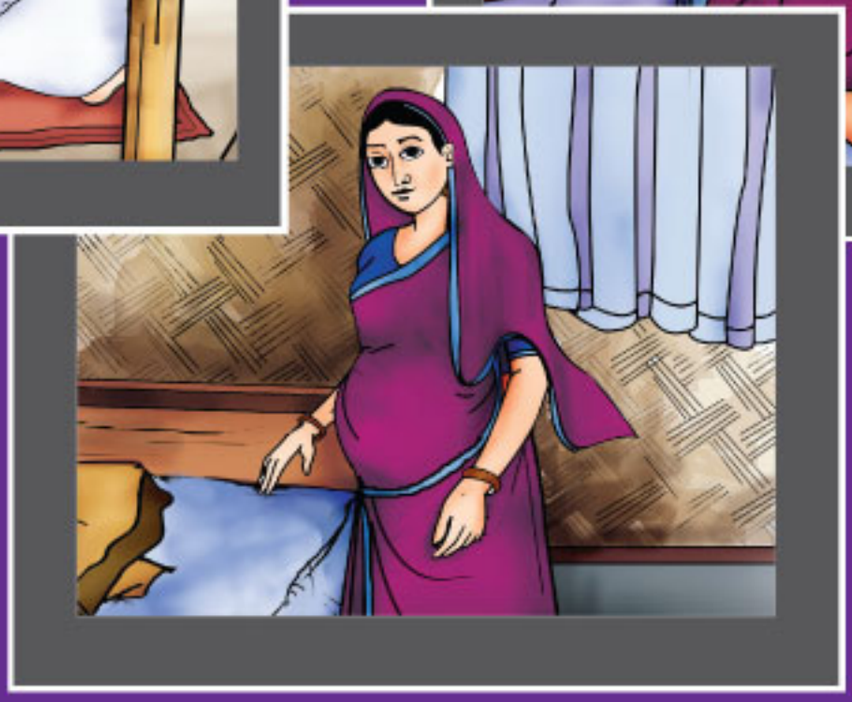

প্রসবজনিত ফিস্টুলা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?

- মেয়েদের বয়স ১৮ বৎসর হওয়ার পর বিয়ে দেয়া
- নিরপদ গর্ভধারণ এবং প্রসবের লক্ষ্যে গর্ভধারণ বিলম্বিত করার জন্য পরিবার পরিকল্পনার একটি উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা।
- গর্ভবতী মহিলা যেন নিয়মিত গর্ভকালীন সেবা গ্রহন এবং প্রসব পরিকল্পনা করে, তা নিশ্চিত করা।
- প্রসবকালীন সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে বা প্রসবের কোন জটিলতা দেখা দিলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে হাসপাতালে পাঠাতে পারে এমন দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী দ্বারা যেন প্রসব করায় তা নিশ্চিত করা।

১ গর্ভকালীন সেবা :

গর্ভকালীন সময়ে স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে নিয়মিত গর্ভকালীন সেবা গ্রহণ করা

১ গর্ভকালীন সেবা :

- সম্পূর্ণ গর্ভকালীন সময়ে গর্ভবতী মহিলার সুস্বাস্থ্য ও গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি যেন সঠিকভাবে হয় তা নিশ্চিত করার জন্য গর্ভকালীন সেবা গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- কোন্ গর্ভবতী মহিলার গর্ভস্থ শিশুর অবস্থানজনিত কারণে প্রসবকালীন জটিলতা দেখা দিতে পারে সেবাাদানকারী তাও চিহ্নিত করতে পারে। এই সকল মহিলাদের সবসময় হাসপাতালে প্রসব করানোর পরিকল্পনা করা উচিত।

২ প্রসব পরিকল্পনা :

২ প্রসব পরিকল্পনা :

- প্রসূতি ও পরিবারকে গর্ভকালীন সময়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বাড়ীতে বা হাসপাতালে কোথায় সন্তান প্রসব করানো হবে এবং সেভাবে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে।
- বাড়ীতে প্রসবের পরিকল্পনা করা হলে, প্রসূতি ও পরিবারকে আগে থেকেই একজন দক্ষ/প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী নির্বাচিত করতে হবে যে প্রসব সেবা দান করবে এবং প্রয়োজনে হাসপাতালে পাঠাবে।
- গর্ভধারনের শুরু থেকেই নগদ অর্থ সঞ্চয় করতে হবে যাতে যে কোন জরুরী পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যায়।
- পরিবার এবং জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আগে থেকেই একটি ভাল পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যা প্রয়োজনে প্রসূতি মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।
- পরিবার এবং সামাজিক জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একই গ্রুপের রক্তদাতাকে অবহিত রাখতে হবে যাতে বিপদের মুহূর্তে সহায়তা পাওয়া যায়।

৩ প্রসবের সময় দক্ষ বা প্রশিক্ষিত কর্মীর উপস্থিতি

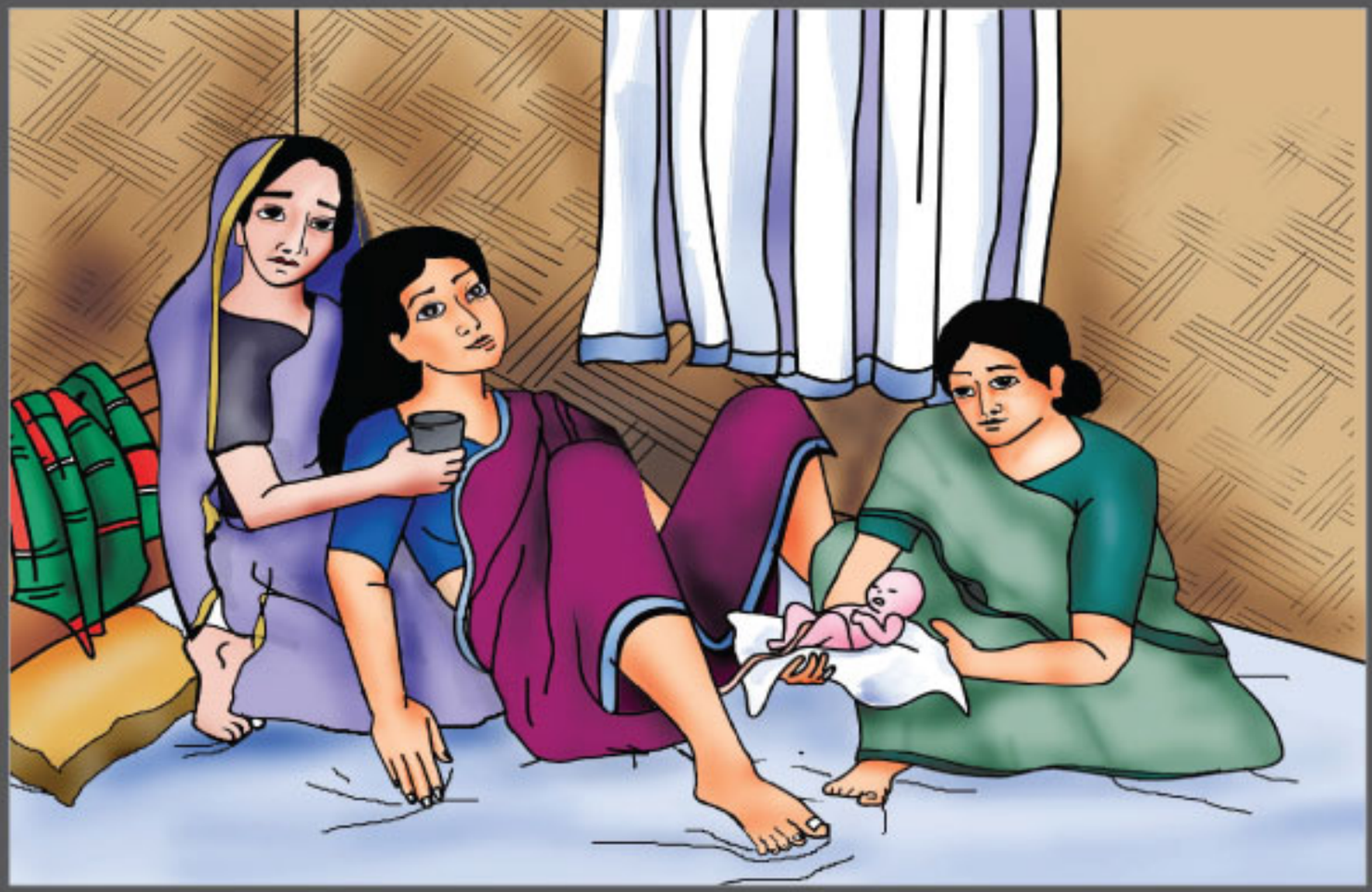

৩ প্রসবের সময় দক্ষ বা প্রশিক্ষিত কর্মীর উপস্থিতি

- যে সকল দক্ষ/প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মী খুব দ্রুত প্রসবের জটিলতা এবং বিলম্বিত প্রসব চিহ্নিত করতে পারে সেই সকল দক্ষ/প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা সকল গর্ভবতী মহিলার প্রসব করানো উচিত।
- যদি প্রসব ১২ ঘন্টার বেশী স্থায়ী হয়, তবে যে সকল হাসপাতালে দক্ষ/প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে সে সকল হাসপাতালে গর্ভবতী মহিলাকে দ্রুত নিয়ে যেতে হবে।
- যদি প্রসব ১২ ঘন্টার বেশী স্থায়ী হয়, তাহলে মা ও গর্ভস্থ শিশুর জীবন রক্ষার জন্যে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে প্রসব করানোর প্রয়োজন হতে পারে।

৪ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করা:

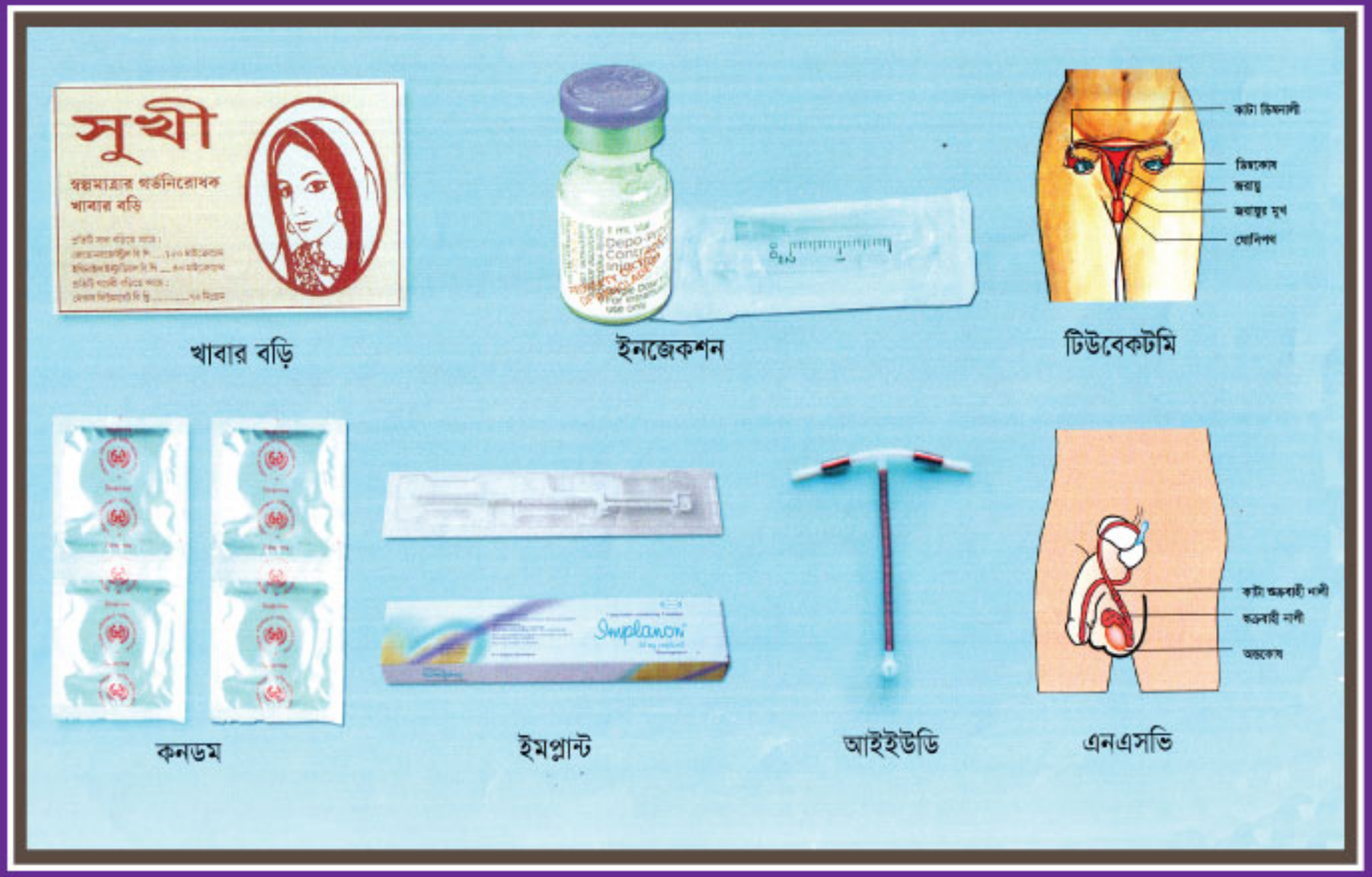

খাবার বড়ি | ইনজেকশন | টিউবেকটমি

কনডম | ইমপ্লান্ট | আইইউডি | এনএসভি

৪ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করা:

- কিশোরী বয়সে বা ঘন ঘন গর্ভধারণ বা অপরিকল্পিত গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকার জন্য পছন্দমত পরিবার পরিকল্পনার সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করা
- স্বাস্থ্য/পরিবার কল্যাণ কর্মীর সাথে আলোচনা করে পরিবার পরিবল্পনার সঠিক একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা।

আপনাদের কাছে কি মনে হয়?...

আপনাদের এলাকায় বা সমাজে প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধ করা সম্ভব কি?...

আসুন . . . . . .

আমরা চেষ্টা করছি . . . . . .

আপনিও চেষ্টা করুন. . . . . .

অন্যদেরও সচেতন করুন . . . . . .

সবাই মিলে প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধ করি।

আমেরিকান জনগণের সার্বিক সহায়তায় ইউ এস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর মাধ্যমে জিএইচএস-এ-০০-০৭-০০০২১-০০ আর্থিক চুক্তির আওতায় এই পিক্টোরিয়াল বইটি প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। এই পিক্টোরিয়াল বইটিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অফিসিয়াল তথ্য প্রদান করা হয়নি এবং প্রকাশিত মতামতের বা অবস্থার সঙ্গে ইউএসএআইডি অথবা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুণঃ

এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ অফিস, কনকর্ড রয়েল কোর্ট (৫ম তলা), বাড়ী#৪০, রোড#১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা ,বাংলাদেশ।
ফোন: (৮৮০-২)- ৮১১৩৭২৩, ৮১১৯২৩৪, ৮১১৯২৩৬, ৮১১৫০৭৭, মোবাইল: ০১৭১৩-০৩০৮৮০, ০১৭১৩-০৩৮৭০০, ফ্যাক্স (৮৮০-২)-৮১১৯২৩৫
ই-মেইল: afaisel@engenderhealth.org, ওয়েব-সাইট: www.engenderhealth.org